DECLARATION

I, Saugata Bagchi bearing Registration Number Ph.D/ 2285\13 dated 09.09.2013 hereby declare that the subject matter of the thesis entitled "GOUR BANGER NIRBACHITO LOKO SANGEET: OITIHYA O ANUSHEELANER ITIHAS" is the record of work done by me and that the contexts of this thesis didnot form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge.

The thesis has not been submitted in any other University/Institute.

This thesis is being submetted to Assam University for the Degree of Doctor of Phelosophy in Bengali.

Date :

Place :

(Saugata Bagchi)
Deptt. of Bengali
Assam University, Silchar.

প্রস্তাবনা

আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকোত্তর শেষ করার পর ফিরে আসি নিজের জেলা মালদায়। সেখানে ছোট পত্রিকা এবং কবিতাচর্চার মধ্যে দিয়ে মালদার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি এবং লোকসংস্কৃতি গবেষকদের সাথে আন্তরিকতা বাড়তে থাকে। ফলে তাঁদের সান্নিধ্যে এবং অনুপ্রেরণায় শুরু হয় প্রাথমিক লোকসংস্কৃতির পাঠ। এরই মধ্যে একদিন আমার বিশেষ পরিচিত, মালদার লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ অনুরাগী, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. ফণী পালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

তিনি থাকেন দূর্গাপুর। তাই মোবাইলে প্রথম দিকে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। মালদায় এলে একান্তে তাঁর সঙ্গে চলে লোকসংস্কৃতি বুঝে নেবার পাঠ। ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হতে শুরু করি ঐ বিষয়ে। বিশেষ করে গম্ভীরা, খন, আলকাপ এবং ডোমনি নিয়ে এখনও ভালো কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনিই আমায় উৎসাহিত করেন। তখন থেকেই স্থির করছিলাম লোকসংস্কৃতি নিয়েই গবেষণা শুরু করব। কিন্তু কীভাবে? একটা চিন্তায় ছিলাম। ড. ফণীপালের বাড়িতেই অভয় বানী শুনালেন বিশিষ্ট সমাজসেবি গোপাল লাহা মহাশয়। সাহস যোগালেন শ্রদ্ধেয় কমল বসাক এবং 'ভিটেমাটি' পত্রিকার সম্পাদক হরিচরণ সরকার মন্ডল মহাশয়।

গবেষণার— ইচ্ছা প্রবল আকার ধারণ করলে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে মায়ের স্নেহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ড. দূর্ব দেব মহাশয়া যা আমার চরম ও পরম পাওয়া।

প্রথমে গবেষণা শুরু করি - 'গৌড়বঙ্গের লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস' এই শিরনামে, পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শে নামকরণ হয়— 'গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস।'

সমস্ত গবেষণার কাজে তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. দূর্বা দেবের পরামর্শ, অনুপ্রেরণা, স্নেহ, সহায়তা এবং গঠনমূলক আলোচনা আমায় বিশেষ সাহায্য করেছে। তাঁর সুপরামর্শ ছাড়া এগবেষণা সন্দর্ভ নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। তাঁর কাছে আমার বিশেষ ঋণ।

মালদা জেলার আরও দুইজন প্রাথিতযশা লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. প্রদ্যেত যোষ এবং ড. তুষার কান্তি ঘোষের কাছে আমি প্রত্যক্ষ ভাবে উপকৃত। তাঁদের রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়া আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক বেলা

দাস, অধ্যাপক আলাউদ্দিন মন্ডল, অধ্যাপক দেবাশিষ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য অধ্যাপকের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। গবেষণা চলাকালে বিভিন্ন সেমিনারে আমার আলোচনাপত্রের উপর তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও মতামতে আমাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে, আমি উপকৃত হয়েছি।

সবশেষে বলব, আমার বাবা, বড়দা, মেঝদা এবং ছোটভাই এর আন্তরিক সহযোগিতা এবং আমার মায়ের আন্তরিক স্নেহ আমাকে এ কাজে নিরন্তর সাহস যুগিয়েছে। এছাড়া আসামবিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত আমার দাদু দিদিমা, অধ্যাপক নিকুঞ্জ বিহারী বিশ্বাস ও অধ্যাপক ভাগীরথী বিশ্বাস উৎসাহ, পরামর্শ দানে উৎসাহিত করেছে। আমার স্বর্গীয় ভাই শ্রী শান্তিরাম বাগচী এবং দাদু শ্রী সুধীর হীরার অদৃশ্য আশীর্বাদ আমাকে বরাবর অদম্য সাহস যোগায়। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার প্রণাম এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সূচীপত্র

ভূমিকা		৯
প্রথম অধ্যায়	গৌড়বঙ্গের ইতিহাস	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	গম্ভীরা ঃ অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ	৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	খনগান ঃ লোকসঙ্গীতের দর্পনে	৭৫
চতুর্থ অধ্যায়	আলকাপ ঃ গঠনগ০ত সৌন্দর্য	১০৩
পঞ্চম অধ্যায়	ডোমনি ঃ গৌড়বঙ্গের গৌণ লোকসংস্কৃতি	১৪০
উপসংহার		১৬৯
গ্রন্থপঞ্জি		১৭২
পরিশিষ্ট - ১	গম্ভীরা, খন, আলকাপ, ডোমনী	১৭৬
পরিশিষ্ট - ২	পালা গান	২৫২
পরিশিষ্ট - ৩	শব্দার্থ	২৯৬
পরিশিষ্ট - ৪	আলোক চিত্র	৩০৭

ভূমিকা

যে কোনো জাতির ইতিহাস চর্চায় লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কারণ— 'CULTURE IS THE MAN-MADE PART OF THE ENVIRONMENT' (মেলভিল জে হারস্কোভিষ্টস)। বাঙালির ইতিহাস চর্চায় গৌড়বঙ্গের লোকসংস্কৃতি এমন একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায়, যেখানে বাঙালির ঐতিহ্য ও ইতিহাস রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে।

পূর্বে 'গৌড়বঙ্গ' বললে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-ত্রিপুরা এবং আসামের সমগ্র অঞ্চল কে বোঝাত। বর্তমান 'গৌড়বঙ্গ' পশ্চিমবাংলার একটি বিশেষ ভূখন্ডের নাম। মূলত 'মালদা', 'উত্তর দিনাজপুর' এবং 'দক্ষিণ দিনাজপুর'— এই তিনটি জেলা নিয়ে তার অবস্থান। অতি সম্প্রতি এই তিন জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়'ও। বৌদ্ধ আমলে প্রতিষ্ঠিত, জগৎ বিখ্যাত 'জগৎদ্দলা বিশ্ববিদ্যালয়' ও এক সময় এই গৌড় ভূমির অন্তর্গত ছিল। ফলে ঐতিহ্যের দিক থেকে গৌড়ভূমির লোকসংস্কৃতি যে যথেষ্ট পুরোনো তা মোটেও বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বিশেষ করে মালদা জেলার গম্ভীরা-গান আজ জগৎ-বিখ্যাত হলেও, তাকে নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজকর্মের এখনও যথেষ্ট স্থান রয়েগেছে। এবং এই জেলার 'আলকাপ-গান' ও 'ডোমনি-গান' এখনও নিম্নবর্গের ঐতিহ্যগত লোক-সংস্কৃতিকেই বহন কর চলেছে। 'গম্ভীরা'র মত প্রাচীন গৌরব না থাকলেও এখনও যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি এই দুটি লোকনাট্যের আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের 'খন'-গানের ঐতিহ্য ও যথেষ্ট প্রাচিন, গম্ভীরার প্রায় সমসাময়িক। এই দুই জেলাতে গম্ভীরা ও ডোমনি গানের ও আংশিক প্রভাব রয়েছে। একমাত্র 'আলকাপ' ছাড়া অন্য তিনটির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো CULT কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গম্ভীরা এবং ডোমনি— শৈব CULT এবং খন— নবান্ন উৎসব কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আর, আলকাপ একটি ভিন্ন প্রকৃতির মিশ্র লোকসংস্কৃতি। গম্ভীরা -খন-ডোমনির মত বৃহৎ লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি একেবারে স্থানীয় স্তরের লোকসংস্কৃতিকে তাৎক্ষণিক ভাবে কাজে লাগিয়ে তৈরি এক মিশ্র সংস্কৃতির নাম "আলকাপ"। ফলে আলকাপ গানে হিন্দু-মুসলিম দুই ধরনের সংস্কৃতিকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যান্য লোকনাট্যের মতো আলকাপ গানও আসলে এক-প্রকার লোকনাট্য।

আমরা জানি, গৌড়বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ এবং যার মূল বাসিন্দা প্রকৃতপক্ষে বাঙালী। ফলে বাংলর লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এই প্রাচীন জনপদ কেন্দ্রিক লোক-সংস্কৃতি যে যথেষ্ট ঐতিহ্য বহন করে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই সমস্ত ঐতিহ্য এবং ইতিহাস কে বিজ্ঞান সম্মতভাবে তুলে ধরাই আমাদের এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

"গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস"-চর্চার মাধ্যমে আমরা যথেষ্ট নতুন তথ্যের যোগান দিতে পেরেছি এবং গৌড়বঙ্গের লোকসংস্কৃতি গোটা বিশ্বের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবে অবক্ষয়ের হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এই আমাদের বিশ্বাস।

আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা প্রথমে লোকসংস্কৃতির একটি প্রাথমিক ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি অতি সংক্ষেপে এবং সেখানে নিজেদের বক্তব্যও উপস্থাপিত করেছি।

এরপর প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস। বিশেষ করে ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে ইংরেজ অধিকৃত সময়কাল পর্ব। এই সময়পর্বে গৌড়রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের মূল পর্ব বিশেষ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ক্রমান্বয়ে গম্ভীরা গান, খনগান, আলকাপগান এবং ডোমানি গানকে আলোচনা করেছি। প্রতিটি বিষয়ের গভীরে ঢুকে তাঁর বিজ্ঞানসম্মত কারণ বুঝতে চেয়েছি। আলোচনার সুবিধার্তে প্রতিটি বিষয়কে ছোট ছোট অনুপর্বে ভাগ করে নিয়েছি, যাতে অভিসর্ন্দভ দেখতে বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়। প্রায় এক ঝলকে গোটা বিষয়কে আয়ত্ব করার জন্য অনুপর্বগুলিকে এভাবে রেখেছি—

১) সাধারণ পরিচয় ২) নামকরণ প্রসঙ্গ ৩) গবেষকদের মতামত ৪) বিষয়ের পটবিভাগ ৫) বৈশিষ্ট্য ৬) অভিনেতা, সদস্য, বাদ্যযন্ত্র ৭) দর্শক এবং আয়োজক ৮) আসরের স্থান-কাল-সময় ৯) একটি পুরনো দল ১০) পরিবর্তনের নানান কারণ ১১) অতীত ও বর্তমান ১২) অঞ্চল বা ক্ষেত্র ১৩) তথ্যসূত্র।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যুক্ত হয়েছে উপসংহার। পরিশিষ্ট ১+২+৩+৪ এবং পরিভাষা, গ্রন্থপঞ্জি দিয়ে সন্দর্ভের সমাপ্তি করা হয়েছে।

এছাড়া ক্ষেত্র সমীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত উপায়গুলি গ্রহণ করেছি, সেগুলি হল—

১) একক ভাবে কখনও দলবদ্ধ ভাবে তথ্যদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

২)	ভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে কথা বলে সেগুলি রেকর্ড করেছি এবং লিখওে নিয়েছি।

৩)	স্বাভাবিক ভাগে ভঙ্গি, স্বাভাবিক উচ্চারণ যথাযথ তুলে আনতে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিক উৎসব, অনুষ্ঠানে এবং মেলায় এমনকি এলাকা ভিত্তিক ক্ষেত্র গবেষণায় গিয়েছি। আলাপ চারিতায় মোবাইল, ষ্টীলক্যামেরা এবং চলচ্ছবির সাহায্য নিয়েছি।

৪)	ছড়া, গান, এবং সাক্ষাংকার গ্রহণের ক্ষেত্রে টেপ রেকর্ডার, মোবাইল এর সাহায্য গ্রহণ করেছি। অনেকসময় সরাসরি লিখেও নিয়েছি।

৫)	ছবির জন্য ক্যামেরা, মোবাইলের সাহায্য নিয়েছি। সাহায্য নিয়েছি ইন্টারনেট এর ও।

৬।	সমীক্ষা কার্যকে আরও বেশী শিল্প সম্মত করার জন্য Methodology (পদ্ধতি বিদ্যা)-র সাহায্য গ্রহণ করেছি।

এছাড়া ক্ষেত্র সমীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগামী গবেষক এবং লোকসংস্কৃতি অনুরাগীদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য এবং সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ দের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের সাহায্যও গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষায় সংগৃহিত লোকগান, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতিকে আঞ্চলিক উচ্চারণে যথাযথ তুলে ধরার পাশাপাশি অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে যথাযথ বন্ধনীর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।